সংবাদ

4 JAN 2017

কেশবপুরে বিধিলঙ্ঘন করে ২৬ প্রাথ. শিক্ষকের পদোন্নতি

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

নিয়োগ বিধি লঙ্ঘন করে যশোরের কেশবপুরে রেজিস্টার প্রাইমারি স্কুলের ২৬ জন সহকারি শিক্ষক প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি নিয়ে দীর্ঘ ৪ বছর ধরে বেতন ভাতার সরকারি অংশের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে চলেছেন। তৎকালীন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মিরাজুল আশরেকিন ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে এ পদোন্নতি দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে নিয়োগ বঞ্চিতরা প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।

প্রাপ্ত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, সরকার ২৪৪৮ নং স্মারকে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এমপিও অনুযায়ী সারা দেশের নব্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্য থেকে ৭ জন সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি দেয়। প্রাথমিক শিক্ষার ওয়ের সাইড থেকে কেশবপুরের তৎকালীন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিরাজুল আশরেকিন (ভারপ্রাপ্ত) এ অফিস আদেশ জালিয়াতি করে একই স্মারকে ওই প্রজ্ঞাপনের মধ্যে ৩ জন শিক্ষকের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে এ অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে তারা প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি পায়।

এরা হলো রামচন্দ্রপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নার্গিস পারভিন (২০১০ সালের ১ এপ্রিলে এমপিওভুক্ত), গৃধরনগর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতুন (২০০৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর এমপিওভুক্ত) ও নেহালপুর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএম মশিউর রহমান (২০০৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর এমপিওভুক্ত)। তারা ২০১২ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত পদোন্নতি নিয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবৈধভাবে লাখ লাখ টাকা বেতন ভাতা উত্তোলন করেন।

ঘটনাটি জানাজানি হলে, গত ২০১৬ সালের ২৮ জুলাই পদোন্নতি বঞ্চিত শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহীদুজ্জামান, আব্দুর রশিদ, আমজাদ হোসেনসহ একাধিক শিক্ষক এ অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

তিনি অভিযোগটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তৎকালিন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল জব্বারকে নির্দেশ দেন। তিনি এ অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে ওই ৩ জনের নামের পাশাপাশি ত্রিমোহিনী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শামছুন্নাহারের নামও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে আবার তিনি উশিঅ/কেশব/ যশো/পদোন্নতি/২০১৩/৫০(১) নং স্মারকে ওই ৪ জন শিক্ষকের ১০ বছর এমপিওভুক্ত পূর্ণ না হওয়ায় এ প্রস্তাব আবার বাতিলের সুপারিশ করেন। এর আগে তিনি ২০১৩ সালের ২২ জানুয়ারী উপজেলার ২৬ রেজিস্টার স্কুলের ২৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পদোন্নতির জন্য কাগজপত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করেন।

নীতিমালা অনুযায়ী তাদেরও এমপিওভুক্তির বয়স ১০ বছর পূর্ণ না হওয়ায় ৩১ নং স্মারকে তা আবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বেতন স্কেল প্রাপ্তির তথ্য সংশোধনের সুপারিশ করেন। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে এ সমস্ত শিক্ষকগণ দীর্ঘ ৪ বছর ধরে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি নিয়ে বেতনভাতার সরকারি অংশের লাখ লাখ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করে চলেছেন।

পদোন্নতি বঞ্চিত শিক্ষকদের অভিযোগ, যে ২৬ জন সহকারি শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে,তাদের কারও এমপিওভুক্তির বয়স ৮ বছর পূর্ণ হয়নি।

অথচ যাদের এমপিওভূক্তির বয়স ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে তারা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ নিয়ে বঞ্চিত শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে পদোন্নতি নেয়া শিক্ষিকা নার্গিস পারভিন বলেন, তৎকালীন শিক্ষা অফিসার মিরাজুল আশরেকিন আমাদের পদোন্নতি দিয়েছিল।

কিভাবে দিয়েছে তা অফিস কর্তৃপক্ষই ভালোভাবে বলতে পারবেন।

তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও বর্তমান সহকারি শিক্ষা কর্মকর্তা মিরাজুল আশরেকিন জালিয়াতির কথা অস্বীকার করে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার সব তথ্যই ওয়েব সাইডে পাওয়া যায়। প্রতিদিন এখানে যত চিঠিপত্র আসে তা সব ই-মেইলের মাধ্যমে নামানো হয়ে থাকে। পদোন্নতিতে ২১ জনের নাম ছিল। সেভাবেই পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। কোনো অনিয়ম নয় বরং দাপ্তরিক কাজ নিয়মানুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। যা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শরীফ রায়হান কবির বলেন, এসব শিক্ষকরা সরকারি প্রজ্ঞাপন জালিয়াতি করে সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি নিয়েছেন। এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে জেলা শিক্ষা অফিসারকে অনুরোধ করা হয়েছে।